আলমডাঙ্গার অনুপনগরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ঘুম, সমালোচনায় প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার অনুপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অফিস কক্ষে ঘুমানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল চলাকালীন সময়ে তাঁর ঘুমানোর কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রধান শিক্ষক নিয়মিতভাবে ক্লাস না নিয়ে অফিস কক্ষে সময় কাটান। কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ রেখে তিনি ঘুমান বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।মঙ্গলবারও তাঁকে অফিস কক্ষে চেয়ারে বসে ঘুমাতে দেখা যায়। সেই সময়ের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, এর আগেও ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, গত ১১ এপ্রিল ক্লাস চলাকালে তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করায় কয়েকজন ছাত্রীকে মারধর করেন তিনি। এতে অন্তত আটজন ছাত্রী আহত হয়। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন রাতেই অভিভাবকেরা স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান। তবে এখন পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় মাঝে মাঝে অফিস কক্ষে বিশ্রাম নেন। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি।

অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক উগ্র মেজাজের এবং প্রায়ই

শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। তিনি নিয়মিত দেরিতে স্কুলে আসেন এবং অনেক সময় ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই চলে যান। সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বক্তব্য জানতে চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
অভিযোগগুলো তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।